FOR IMMEDIATE RELEASE

The World Bank

South Asia Region

News Release No. 2003/ /SAR

Media Contacts: *In Dhaka:* Subrata S. Dhar (880-2) 966 9301 Ext.111
e-mail: sdhar4@worldbank.org
In Washington: Benjamin Crow (202) 473 5105
e-mail: bcrow@worldbank.org

নিরাপদ পল্লী জল সরবরাহের উন্নতি বিধানে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে সহায়তা দিচ্ছে

ওয়াশিংটন, জুন ১৭, ২০০৪– বাংলাদেশ সরকার নলবাহিত (পাইপের সাহায্যে) জল সরবরাহ ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে নিরাপদ, পল্লী পানীয় জল সরবরাহের প্রসার ঘটাতে উদ্ভাবনী পন্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছে। সরকারের এই প্রচেষ্টায় সহায়তা দিতে বিশ্বব্যাংক আজ চার কোটি মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থের অনুদান অনুমোদন করেছে।

পল্লীর জনগণকে গৃহস্থালী পর্যায়ে জল সরবরাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশাল অগ্রগতি সাধন করেছে। অবশ্য, ব্যাক্টেরিয়াজনিত সংক্রমণ, এবং অতি-সম্প্রতি আবিস্কৃত নলকূপের পানিতে সহনীয় পর্যায়ের চেয়ে বেশি মাত্রায় আর্সেনিকের উপস্থিতি দেশটির সকল মানুষের কাছে নিরাপদ পানি পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যকে ব্যাহত করেছে।

বিশ্বব্যাংকের বরিষ্ঠ জল সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ এবং এই প্রকল্পের কর্ম-নেতা কারিন কেম্পার বলেন– "আর্সেনিক দূরিকরণ বা প্রতিরোধের বিকল্পগুলোর ছোট আকারে বাস্তবায়ন, যেমন পরীক্ষা করে শনাক্ত করা আর্সেনিক থেকে নিরাপদ এমন নলকূপের সবাই মিলে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবহার বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃত পক্ষে এক ধাপ পেছনে চলে যাওয়ার সামিল। নিজের আঙ্গিনায়, একান্ত নিজস্ব মালিকানাধীন হস্তচালিত নলকূপ ব্যবহার করার দিকটি বিবেচনায় নিলে বলা যায়, পল্লীর জনগণ এক্ষেত্রে প্রাপ্ত উচ্চ সেবা স্তরে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।"

সমীক্ষা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, পানিতে আর্সেনিক দূরিকরণের চেয়ে পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহ পাওয়ার সুবিধাকে কমিউনিটিগুলো বেশি গুরুত্ব দেয় এবং সেবা স্তরের এ ধরনের উন্নতির বিনিময়ে তারা অর্থ দিতেও আগ্রহী। কেম্পারের মতে, এই পদ্ধতি– সুবিধা ও নিরাপত্তা, জনগণের উভয় চাহিদাই মেটাতে পারবে।

আর্সেনিক ছাড়াও, পানিতে ব্যাক্টেরিয়ার উপস্থিতি একটি সমস্যা হিসেবে রয়ে যাচ্ছে, এবং উন্নত সুযোগসুবিধা সত্ত্বেও, পানি-সম্পর্কিত রোগ একটি সাধরণ দুর্ঘটনায় পরিণত হতে যাচ্ছে, যেখানে প্রতিবছর ডায়রিয়ায় অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ঘটছে।

কেম্পার আরও বলেন– "নলবাহিত জল সরবরাহে উদ্ভাবনী উপায়ে কাজ শুরু করার জন্য সরকার এই খাতে নতুন প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন সৃষ্টিতে দৃঢ় পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং পাশাপাশি, স্থানীয় পর্যায়ে এই সেবা সরবরাহের বিকেন্দ্রায়নকে উৎসাহিত করছে। আমরা আশা করছি, এই প্রকল্প সরকারকে জল সরবরাহের আওতা ও মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে, বিশেষ করে দরিদ্রতর জনগোষ্ঠীর জন্য, যা দেশে স্বাস্থ্য ও উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত জরুরি।"

এই প্রকল্পটি সরকারের পরিবিকাশমান **জল সরবরাহ কর্মসূচি**কে সমর্থন করবে এবং পাইপের সাহায্যে জল সরবরাহে ব্যক্তিখাত ও এনজিওসহ নানান ধরনের ঝুঁকিগ্রহিতাদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করবে। এই প্রকল্প পর্যাপ্ত নিয়মন, মনিটরিং, সামর্থ নির্মাণ ও প্রশিক্ষণের উন্নয়নেও সহায়তা যোগাবে। আর্সেনিকের মাত্রা অসহনীয় অথচ দু'শর কম খানা আছে এমন গ্রামে এবং যেসব স্থানে নলবাহিত জল সরবরাহ যুৎসই নয়, সেখানে এই প্রকল্প প্রচলিত আর্সেনিক প্রশমন ব্যবস্থাগুলোতেই সহায়তা যোগাবে।

এই প্রকল্পের মোট ব্যয় দাঁড়াবে সাড়ে পাঁচ কোটি মার্কিন ডলার। বিশ্বব্যাংকের ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অনুদান হিসেবে দেবে চার কোটি মার্কিন ডলার। আর অবশিষ্ট অর্থ আসবে সরকার, ব্যক্তিখাত ও কমিউনিটি দাতাদের মাধ্যমে।

###